আমরা দুঃখ পেলেও, তোমরা খুশি হবে জেনে.....

তন্ময়

সিডনীর বঙ্গবন্ধু পরিষদের দুটো প্রতিদ্বন্ধি দলই এবার ১৯শে এপ্রিল তাদের বৈশাখী মেলার তারিখ নির্ধারণ করেছিল। অতি সম্প্রতি একটি দল তারিখ পরিবর্তন করে ১২ই এপ্রিল তাদের অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করলে আম-জনতার সবাই আনন্দিত। শুধু আনন্দিত নয়, সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত। এখন একই বছরে দু'দুটো বৈশেখী মেলা উপভোগ করার আর কোন বিশেষ অসুবিধা থাকলো না। তিনটা মেলার জায়গায় অন্ততঃ দুটো, সেটাতো অন্ততঃ মন্দের ভালো।

তারিখ পিছানোর ঐ বিজ্ঞপ্তিতে কর্তৃপক্ষ লিখেছেন, "আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষনা করছি..." । একটা জিনিষ কোন ক্রমেই বোধগম্য হচ্ছে না, এই তারিখ পিছাতে পারার কারণে তাঁদের এত বেশী আনন্দটা আসে কোথা থেকে? তিন বঙ্গবন্ধু পরিষদের বৈশাখী মেলার তারিখ নিয়ে যাতে সমস্যার সৃষ্টি না হয় তাই আমাদের জানামতে এই সংগঠনই আজ থেকে এক বছর আগে ১৯শে এপ্রিল তাদের মেলার তারিখ বুক করে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই তারাই আবার স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তাদের এক বছর আগের তারিখ পরিবর্তন করে অন্য দিনে বৈশাখী মেলার তারিখ ঠিক করছে। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। এই জন্য তারা ধন্যবাদ পাবারও দাবী রাখে তবে তার জন্য আপনারা **অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন**, এইটা একটু বেশী হয়ে গেল নাতো? সত্য কিনা জানিনা, তবে দেখে শুনে যেটা মনে হয় সেটা হলো অলিম্পিক পার্কের বিশাল ভেন্যু ছোট ভাই টেম্পির উপর একটা আপার হ্যান্ড নিয়েছে মাত্র।

তারিখ পিছিয়ে মেলা কমিটি 'অত্যন্ত আনন্দিত' মনে হচ্ছে

আমারতো মনে হয়, বিজ্ঞপ্তিটা মান্নাদের সেই ঐতিহাসিক গানের কথা ও সুরের লহরিতে বাঁধা হলে অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক ও সত্য বলে মনে হতো। বিজ্ঞপ্তির ভঙ্গিমাটা হওয়া উচিৎ ছিল ঃ আমরা দুঃখ পেলেও, তোমরা খুশি হবে জেনে । (ভাবান্তরঃ আমি দুঃখ পেলেও খুশি হলাম জেনে)

তন্ময়, সিডনী, ৬/৩/২০০৮

Email # tonmoy.sydney@gmail.com

লেখকের আগের লেখাগুলো দেখতে এখানে টোকা মারুন